দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২১

খন্দকার জাহিদ হাসান

‘ভালো লাগে মিছে কথা’

[কিছুটা ছিট্‌গ্রস্থ জিকির পাগ্‌লার একটা বড়ো গুণ ছিলো এই যে, লোকে তাকে ‘পাগ্‌লা’ বলে ডাকলেও সে মোটেও রাগ করতো না। তবে দোষে-গুণেই মানুষ। জিকিরের সবচেয়ে বড়ো দোষ ছিলো অনর্গল মিথ্যা কথা বলা। সেদিন হাটে যাওয়ার পথে সেই জিকির পাগ্‌লার সাথে জুল্‌ফু মিঞার দেখা হোয়ে গেল। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া গ্রাম্য কৃষক জুল্‌ফু মিঞা গরীব হলেও একজন ভালো মানুষ ছিলেন। সকলের মত তিনিও ভালো ক’রেই জানতেন যে, জিকির পাগলার শতকরা নিরানব্বই ভাগ কথাই ভিত্তিহীন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলোঃ সেদিন এই প্রথমবারের মত জুল্‌ফু মিঞা জিকির পাগ্‌লার অধিকাংশ কথাই বিশ্বাস করতে থাকলেন। তার কারণ ছিলো এই যে, মানুষ যে সকল কথা শুনতে পছন্দ করে, সে সব বিশ্বাস করতে তার বড়ো ভালো লাগে। পাত্রাপাত্র বিচারের বুদ্ধি মানুষের তখন লোপ পায়। নীচে তার একটা নমুনা দেওয়া গেল।]

জিকির পাগলাঃ চাচা, জব্বর একখান খবর আছে আমার কাছে!

জুল্‌ফু মিঞাঃ কি খবর?

জিকির পাগলাঃ তার আগে কন্ আফ্‌নে আমারে আইজ হাটে কি খাওয়াইবেন?

জুল্‌ফু মিঞাঃ খবরটা কি, তা-ই আগে শুনি।

[জুল্‌ফু মিঞা অল্পশিক্ষিত হলেও শুদ্ধ ভাষাতে কথা বলতেন। এটি ছিলো তাঁর নিজ চেষ্টায় অর্জিত একটি সাফল্য। এছাড়া কথা বলার সময় তিনি দু’চারটে ইংরেজী শব্দও অনায়াসে ব্যবহার করতে পারতেন।]

জিকির পাগলাঃ কথাডা হইলো গিয়া.... (হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প’ড়ে) অষ্টেলিয়াখন নদের ছার ফিরছে।

[জিকির পাগ্‌লার এই কথাটা অবশ্য সত্য ছিলো। খবর শুনে জুল্‌ফু মিঞাও দাঁড়িয়ে পড়লেন।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ (চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে) অ্যাঁঃ, তাই নাকি? তো এতক্ষণ আমাকে বলিস্‌নি কেন বেকুব কোথাকার!?

জিকির পাগলাঃ ক্যান্ , এই তো কইলাম। (জুল্‌ফু মিঞার হাত চেপে ধ’রে) চাচা, হেইবার কন্ কি খাওয়াইবেন!?

[জুল্‌ফু মিঞা জিকির পাগ্‌লার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন। জিকির পাগ্‌লা তাঁর পেছনে সমান তালে হাঁটতে থাকলো।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ (অন্যমনস্কভাবে) খাওয়াবো, খাওয়াবো... তার আগে বল্ নদেরকে কেমন দেখ্‌লি।

জিকির পাগলাঃ কী আর কমু চাচা! নদের ছার এক্কেরে সায়েব বইন্যা গ্যাছে! টক্‌টইক্যা গায়ের রং হইছে। ভাবীরে তো দ্যাখ্‌তে রানীর লাহান লাগ্‌তাছে। আর পুলা দুইখান হইছে এক্কেরে বিদাশী, ঐ টুকুন্ টুকুন্ পিচ্চি পুলারা খটাস্-মটাস্ কইরা সুমানে ইংরাজী ঝাড়তাছে! বুজেন অহন!!..... নদের ছার তো আদর কইরা আমারে....

জুল্‌ফু মিঞাঃ আচ্ছা জিকির, তখন থেকে তুই খালি 'নদের স্যার- নদের স্যার' করছিস্ কেন, বল্‌তো? আগে ওকে 'নদের ভাই' বলে ডাকতিস্ না?

জিকির পাগলাঃ (জিভে কামড় দিয়ে) কি যে আফ্‌নে কন্ না চাচা, তার কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই! অহন কি আর উনারে 'ভাই' কইয়া ডাকন যায়?

জুল্‌ফু মিঞাঃ আরে ধ্যাত্! সাধে কি আর লোকে তোকে 'পাগল' বলে ডাকে? আসলে কিন্তু তোকে 'ছাগল' বলে ডাকা উচিত।.... তুই এটা ভুলে যাচ্ছিস্ কেন যে, হাজার হলেও নদের আমাদের-ই গ্রামের ছেলে। বিদেশ গিয়েছে তো কি হোয়েছে?

জিকির পাগলাঃ (ভ্যাক্‌ভ্যাক্ ক'রে নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে) হেইডা আফ্‌নে খাঁটী একখান কতা কইছেন চাচা। তার উফর হে তো আফনার ভাইগ্‌না হয়!

জুল্‌ফু মিঞাঃ তা তো বটেই! নদেরের আপন নানার আপন শালা আর আমার আপন....

জিকির পাগলাঃ (জুল্‌ফু মিঞার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিছুটা ফোঁড়ন কাটার ভংগীতে) তয় আফ্‌নারে একখান খবর কিন্তুক উনাগো দেওন উচিত আছিলো। হাজার হইলেও আফ্‌নে তো তেনার মামা হন্।

জুল্‌ফু মিঞাঃ (বিরক্তকণ্ঠে) অত বক্‌বক্ করিস্ নাতো! দিন দিন বেশী বেয়াদ্দপ হোয়ে যাচ্ছিস্....

[জুল্‌ফু মিঞার গলা যেন ক্রমশঃ মিইয়ে আসতে থাকলো। বাইরে বাইরে জিকিরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেও আসলে এক ধরণের অভিমানে তিনি যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। তবু প্রাণপনে জিকির পাগ্‌লার সংগে জুল্‌ফু মিঞা কথা চালিয়ে গেলেন।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ মনে হয় নদের খুব ব্যস্ত।... তাই হয়তো সময় ক'রে উঠতে পারেনি ওরা।.... সে যাক্‌গে। তো কি যেন তুই তখন বল্‌ছিলি নদের সম্বন্ধে? তোকে আদর ক'রে....

জিকির পাগলাঃ হ্যাঁ, আমারে আদর কইরা নদেরভাই কাছে ডাইকা নিলো। তারপর দামী একখান জামা দিলো। ভাবী আমারে বিলাতী মিঠাই খাইতে দিছে। আবার আমারে হেরা দুইশডা ট্যাকাও দিছে!

জুল্‌ফু মিঞাঃ (জিকিরের গায়ের দিকে চেয়ে) কই জামাটা?

জিকির পাগলাঃ তুইলা রাখছি। ঈদের দিন পরুম্‌নে।.... যাউক্‌গা, যা কইতে আছিলাম।.... হেরা আমারে কইলো যে, অগো একখান কামের মানুষ দরকার। আমারে জিগাইলো, আমি তাগো লগে অষ্টেলিয়াত্ যাইতে রাজী আছি কিনা। আমি কইলাম, এমুন সোন্দর নিজের দ্যাশ ছাইড়া আমি....

জুল্‌ফু মিঞাঃ (ধমকের সুরে) এই পাগ্‌লা, বাজে কথা বলিস্ নাতো! নদেরের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোকে সংগে নিয়ে যাবে!

জিকির পাগলাঃ (দু'হাতে নিজের কান দু'টি ধ'রে) আমি যুদি মিছা কথা কইছি তো আমার মাথাত্ য্যান্ অহনি বাজ পড়ে! নদের ছার নিজের মুখে আমারে কইলো যে, অষ্টেলিয়াত্ ম্যালা কাম-কাজ। চারিদিক খালি ট্যাকা উইড়া বেড়ায়। একবার হেই দ্যাশ্‌টাত্ ঢুকতে পারলে ট্যাকার গদির উফর শুইয়া ঘুমান্ যায়।

জুল্‌ফু মিঞাঃ (বাঁকা চোখে জিকির পাগ্‌লার দিকে তাকিয়ে) তাহলে তোর এত আপত্তি কেন ওখানে যেতে?

জিকির পাগলাঃ কইলাম না, খাই না খাই, নিজের দ্যাশে থাকন-ই ভালা। ট্যাকার গদির উফর আবার ঘুম হয় নাকি?....

জুল্‌ফু মিঞাঃ (কিছুটা নরম সুরে) তা হ্যাঁরে জিকির, অস্ট্রেলিয়াতে ওরা কেমন দিন কাটাচ্ছে, সে ব্যাপারে নদের তোকে কিছু বলেনি?

জিকির পাগলাঃ বল্‌বো না ক্যান্‌? অগো অহন বিরাট আলিশান অবস্থা! ভাত খাওন বন্দ্‌— ঐ দ্যাশে চাইল পাওন যায় না তো! দিনে ছ'বেলা দামী দামী বিলাতী খানা প্যাটের মইদ্যে সান্দায়। আর আপেল-আংগুর-নাশপাতির তো কুনো লেহাই-জুহাই নাই— (দু'হাতে দ্রুততালে খাওয়ার ভংগী ক'রে) দিন-রাইত্‌ সুমানে চল্‌তাছে, সুমানে চল্‌তাছে। অষ্টেলিয়াত্‌ বেহেশ্‌তী খানাও ফেল্‌! সাধে কি আর অগো গায়ের রং খুল্‌ছে!?.... সাত-সাতখান গাড়ী, আর পাঁচ-পাঁচখান বিরাট বিরাট বাড়ী! দেহা-শুনার লুক পাওয়া যায় না। হের-ই লাইগ্যাই তো নদের ছার আমারে হাতে ধইরা সাধলো, 'হেই জিকির, তুই আমাগো লগে যাইবি? সুনার থালায় খাইবি, আর রূপার পালংকে ঘুমাইবি।' আমি কইলাম, 'না, বাংলাদ্যাশ-ই আমার ভালা। এইহানে আমি দু'বেলা খাই না খাই....'

[জুল্‌ফু মিঞা কট্‌মট্‌ ক'রে জিকিরের দিকে তাকালেন। সে তখন তাড়াতাড়ি তার কথার মোড় ঘুরালো।.....
জিকির পাগ্‌লা সেদিন জুল্‌ফু মিঞাকে আরও অনেক কথাই বলেছিলো, যা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, সেদিন হাটে গিয়ে জুল্‌ফু মিঞা জিকির পাগ্‌লাকে পেট ভরে গরম গরম জিলাপী খাইয়েছিলেন। হাজার হলেও তাঁর ভাগ্‌নে নদের চাঁদ দেশে ফিরেছে। বিরাট সুখবর এটা!]

'বদলে গেছে এই পৃথিবী'

[পরদিন সকালেই জুল্‌ফু মিঞা টেম্পো ধরে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আলীগঞ্জ থানা অফিসের নিকটবর্তী নদের চাঁদদের বাসাতে গিয়ে হাজির হলেন। নদের সেইমাত্র সকালের নাস্তা সেরেছে। জুল্‌ফু মিঞা ভালো ক'রে গলা ঝেড়ে নিয়ে নদেরের সাথে কুশল বিনিময় শুরু করলেন। কদমবুসির পাট শেষ হতেই জুল্‌ফু মিঞা নদের চাঁদকে ধরে বসলেন।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ (চাপা অভিমানের সুরে) বাবা নদের, এ্যাদ্দিন পর দেশে ফিরেছো, একটা খবর-টবরও পাঠালে না? শেষে জিকির পাগ্‌লার কাছ থেকে জানতে হলো যে, তোমরা এসেছো।

নদের চাঁদঃ ভুল হোয়ে গেছে মামা। এজন্য আপনার কাছে মাফ চাইছি। আসলে নানা কাজে এত ব্যস্ত হোয়ে পড়েছি যে, একটু বে-সামাল অবস্থা যাচ্ছে। দু'একদিনের মধ্যেই সব স্বাভাবিক হোয়ে যাবে।

জুল্‌ফু মিঞাঃ কি যে বলো বাবা, তার কোনো ঠিক নেই! এত ব্যস্ত হলে কি চলে? কতোদিন পরে দেশে ফিরেছো। এখন একটু আরাম-আয়েশ করো। বৌমা আর বাচ্চাদের নিয়ে গ্রামের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে এসো।

নদের চাঁদঃ দেখি!

জুল্‌ফু মিঞাঃ না-না, শুধু 'দেখি' বললেই চলবে না, সত্যিসত্যিই যেতে হবে। তোমার মামানী তো একেবারে একপায়ে খাড়া হোয়ে আছে। গেলেই দেখতে পাবে খাতির কাকে বলে!

[নদের চাঁদ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলো। জুল্‌ফু মিঞা বসার চেয়ারটা নদের চাঁদের দিকে আরো একটু টেনে নিলেন। তারপর নীচু গলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ তা বাবা নদের, অস্ট্রেলিয়া তোমাদের কেমন লাগছে?

নদের চাঁদঃ ভালোই তো।

জুল্‌ফু মিঞাঃ ওখানে কাজ-কর্মের খবর কি রকম?

নদের চাঁদঃ আছে এক রকম।

জুল্‌ফু মিঞাঃ বাবা নদের, আমার ছেলে কাদেরের কথা তো তোমার মনে আছে, না? তোমার নামের সংগে মিল রেখেই ওর 'কাদের' নামটা রেখেছিলাম।..... কি মনে করতে পারছো তো?

নদের চাঁদঃ জ্বী-জ্বী, পারছি। তো কি হোয়েছে কাদেরের?

জুল্‌ফু মিঞাঃ ও এবার মাশ্‌ আল্লাহ্‌ বি,এ, পাশ করলো। খুব-ই ভালো ছেলে আমাদের এই কাদের। (নদের চাঁদের হাত চেপে ধ'রে) এখন তুমি যদি একটু চেষ্টা ক'রে তোমার এই ছোটো ভাইটাকে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে, তবে খুব ভালো হতো। আমার আর কোনোই দাবী নেই তোমার কাছে। টাকা-পয়সার জন্য চিন্তা কোরো না। দরকার হলে জমিজমা, সয়-সম্পত্তি যা আছে, সব বিক্রী ক'রে দিবো।

নদের চাঁদঃ জুল্‌ফু মামা, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি তো জানিই যে, কাদের খুব ভালো ছেলে। কিন্তু ওকে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার তেমন কিছু করার নেই।

জুল্‌ফু মিঞাঃ তা বললে তো চলবে না বাবা। তোমার উপর আমাদের একটা দাবী রয়েছে। তোমার আপন নানার আপন শালা আর আমার আপন বাবার আপন চাচা....

[মুখের উপর নদেরের না-বাচক উত্তরে জুল্‌ফু মিঞা কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। তাই কথার খেই হারিয়ে তিনি উলটোপালটা বকতে থাকলেন।]

নদের চাঁদঃ মামা, আমাকে আর আপনি শুধু শুধু লজ্জা দিবেন না। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক অতো সোজা নয়। বৈধভাবে ঐ দেশটিতে যেতে হলে প্রথমে কাদেরকে এম,এ, পাশ করতে হবে। তারপর ওর চাকুরীর অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া....

জুল্‌ফু মিঞাঃ তা বাবা, অন্য কোনো শর্ট-কাট্‌ রাস্তা নেই? কোনো দুই নম্বরী রাস্তা?... আমি জানি, এই বয়সে আমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। আল্লাহ্‌ মাফ ক'রে দিক। আমি বলছিলাম কি, কাদের বি,এ, এম,এ, যা-ই পাশ করুক না কেন, ওখানে গিয়ে ছোটোখাটো যে-কোনো কাজ-ই সে করতে পারবে। ধরো, জুতো সেলাই, খোয়া ভাংগা, কিংবা এই ধরো সাইকেল মেরামতের কাজ, যেটাই হোক না কেন! অস্ট্রেলিয়াতে আর কে এসব দেখতে যাচ্ছে! শুধু কোনো রকমে ঐ দেশটাতে একবার গিয়ে ঢুকতে পারলেই হলো, ব্যস্‌!

নদের চাঁদঃ মামা, বললাম তো, ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটা অতো সোজা নয়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কিছুই নেই....

জুল্‌ফু মিঞাঃ কে বললো নেই? ওখানে তুমি তো এখন বিরাট পজিশনে চলে গেছ। তোমার একটা কলমের খোঁচায় শুধু কাদের কেন, কাদেরের গোটা গুষ্টির-ই একটা হিল্লে হতে পারে। তবে গোটা গুষ্টির কথা থাক। কেবল আমার কাদেরটার জন্য যদি একটু....

নদের চাঁদঃ (একটু অধৈর্য গলায়) কে বললো যে, আমি বিরাট পজিশনে চলে গেছি?

জুল্‌ফু মিঞাঃ কেন, ঐ জিকির পাগ্‌লার কাছেই তো সব শুনলাম।

নদের চাঁদঃ (হাল ছেড়ে দেওয়ার ভংগীতে) জিকির পাগ্‌লা আবার একটা মানুষ হলো? আর তার কথা আপনি অকপটে বিশ্বাস করেছেন! তাছাড়া বিরাট পজিশনে গেলেই বা কি যায় আসে? ওসব দেশে কলমের খোঁচাতে কোনো কাজ হয় না মামা।

জুল্‌ফু মিঞাঃ যাই হোক, জিকির বলছিলো যে, তোমাদের ওখানে নাকি প্রচূর লোকের দরকার। এমনকি জিকিরকেও নাকি তোমরা নিয়ে যেতে চেয়েছো?

নদের চাঁদঃ এসব কথা ঠিক নয় মামা। জিকির একটা মিথ্যুক!

জুল্‌ফু মিঞাঃ আচ্ছা ঠিক আছে, জিকিরের কথা বাদ দাও। তবু তোমার কাছে আমার অনুরোধঃ কাদেরের জন্য একটা কিছু করো। বাংলাদেশে কাজ-কারবার, ব্যবসা-পাতির অবস্থা শোচনীয়!.... আমি কাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। ও তোমার ছোটো ভাইয়ের মত। আজ কাদের যদি তোমার আপন ভাই হতো, তবে কি এভাবে তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারতে?

[এ কোন্ মুসিবতে পড়লো নদের চাঁদ! দেশের মাটিতে পা রাখার পর গত তিনদিন যাবৎ অসংখ্য মানুষ নানা ধরণের বায়না নিয়ে তার সংগে দেখা করতে এসেছে। বেশীর ভাগ মানুষ-ই তার কাছে টাকা-পয়সা চেয়েছে। ওদিকে অল্প পরিমাণ টাকাতেও সবার মন ভরছে না। কেউ কেউ আবার অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশী কনে বা বরের খোঁজ চাইছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য। জ্বালাতন আর কাকে বলে! তবে জুল্‌ফু মামার আবদার সবচাইতে পীড়াদায়ক বলে তার কাছে মনে হচ্ছে। মুরুব্বী মানুষ। মুখের উপর শক্ত কিছু বলাও ঠিক না। ইতিমধ্যেই বেচারা বেশ অভিমান করে ফেলেছেন। নদের চাঁদের মাথাটা ধরে গেল। বড়ো অসহায় বোধ করতে লাগলো সে।

ঠিক এই সময় নদেরের স্ত্রী কমলা চা-নাস্তা নিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকলো। সম্ভবতঃ মামা-ভাগ্নের কিছু কিছু কথোপকথন ওর কানেও গেছে। কমলাকে দেখে নদের একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। সে বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। দেখা যাক, কি ক'রে কমলা জুল্‌ফু মামাকে ম্যানেজ করে!]

কমলাঃ (জুল্‌ফু মিঞার কথার সূত্র ধরে স্বামীর উদ্দেশ্যে) সত্যিই তো! জুল্‌ফু মামা তো ঠিক-ই বলেছেন! কাদের তো তোমার নিজের ভাইও হতে পারতো। আর মামারাও কি আমাদের পর?.... (জুল্‌ফু মিঞার উদ্দেশ্যে) ইয়ে, মামা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন নাতো! নিশ্চিন্তে বাসায় চলে যান। আমরা কাল-ই আপনাদের ওখানে বেড়াতে আসছি। আর অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে যাওয়ার আগে কাদেরের নাম-ধাম, ঠিকানা, অন্যান্য কাগজ-পত্র যা যা দরকার, সব আপনাদের কাছ থেকে আমরা নিয়ে নিবো। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

জুল্‌ফু মিঞাঃ (গদগদ কণ্ঠে) বৌমা, তুমি বাঁচালে! ব্যাপারটা তুমি ষোল আনার মধ্যে আঠারো আনাই বুঝতে পেরেছো। একেই বলে বড়ো ঘরের মেয়ে!.... তবে আমাদের নদেরও মাশ্‌ আল্লাহ্‌ অসাধারণ ভালো ছেলে। তবে কাজের চাপে হয়তো তার মাথার ঠিক নেই। আমি প্রাণ ভরে তোমাদের সকলের জন্য দোয়া করছি।

[নদের চাঁদ সপরিবারে আজ তিন বছর হলো অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে গেছে। যাবার সময় জুল্‌ফু মিঞা তাদেরকে কাদেরের সব কাগজ-পত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সব আশায় গুড়ে-বালি! কাদেরের অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে নদের বা তার স্ত্রী কমলার কাছ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোনো খবরাখবর পাননি। বেচারা কাদের আজও বেকারত্বের গ্লানিময় জীবন কাটাচ্ছে। মাঝরাতে জুল্‌ফু মিঞার বুক ভেংগে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। নদের ও কমলার সাথে তিনি মনে মনে কথা বলে চলেন।]

জুল্‌ফু মিঞাঃ বৌমা, তোমরা তাহলে আমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই ভুলে গেলে?... বাবা নদের, কিভাবে তোমরা এতটা বদলে যেতে পারলে?

নদের চাঁদঃ না মামা, আমরা তেমন বদলাইনি।

কমলাঃ সত্যিই আমরা বদলাইনি মামা! বিশ্বাস করুন!

জুল্‌ফু মিঞাঃ কিভাবে বিশ্বাস করবো? দ্যাখো নদের, তোমার কোনো আপন মামা নেই। যতোটুকু পেরেছি, এই আমিই সে শূন্যস্থানটা পূরণ করার চেষ্টা করেছি। আমার নিজের ভাগ্নে-ভাগ্নীর মত আমি তোমাকেও পরম স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছি, তা কি তুমি কখনও অস্বীকার করতে পারবে, বলো?

নদের চাঁদঃ না মামা, কখনোই আমি তা অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু....

জুল্‌ফু মিঞাঃ কিন্তু কি? বলো।.... তোমরা কি প্রবাসে ভালো নেই?

নদের চাঁদঃ না, ভালোই আছি। তবে আপনি যে রকমভাবে ভাবছেন, ঠিক সে রকমভাবে ভালো নেই।

কমলাঃ হ্যাঁ মামা, এটা সত্যি কথা। বিশ্বাস করুন।

জুল্‌ফু মিঞাঃ কি জানি মা,....হবে হয়তো!.... কিন্তু কেন যেন আমার মন বলছেঃ শুধু তোমরা নও, আসলে এই গোটা পৃথিবীটাই আজ অনেক বদলে গেছে!!!

[জুল্‌ফু মিঞার চোখ হতে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকে। আর ওদিকে তাঁর বালিশখানা ক্রমাগত ভিজতে থাকে।]

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২শরা নভেম্বর ২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন